

## প্রতীমি বা মূর্তি পূজা

"ন তস্য প্রতীমি অস্তি" - এই মন্ত্র টি শুল্ক যজুর্বেদে ৩২ অধ্যায়ে ৩নং মন্ত্র , যা নিয়ে সনাতন বরোধী তত্ত্ব প্রচার করে অসনাতনীরা সর্বদা মূর্তিপূজার নিন্দা করে। তাদের মত হল "ন তস্য প্রতীমি অস্তি" এর অর্থ - সেই পরমপতি পরমাত্মার কোনো প্রতীমি নেই।

"প্রতীমি" শব্দের অর্থ বর্তমানে "প্রতীমি ই রয়েছে দিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে এই মল্লেছ অসনাতনীরা , আর সসেবরে সুযোগ নচ্ছে যবনরাও ।

মজার বিষয় হল এই অসনাতনীরা - বেদে শাস্ত্রের কোনো স্থানে "শবি" শব্দ দেখলেই সর্ব্বত্রেই তার অর্থ মণ্ডগলময় বরে করে, অর্থাৎ বিশেষ থেকে বিশেষ বানিয়ে দিয়ে। কিন্তু নজিদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উক্ত বেদে মন্ত্রের "প্রতীমি" শব্দের অর্থ "প্রতীমি" ই রয়েছে দিয়ে তার অর্থ মূর্তিবিশেষ বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে এরা, এক্ষেত্রে প্রতীমি শব্দের অর্থ আর বিশেষ হসিবে তুলে ধরেনা তারা, এটাকে একপ্রকার যা ইচ্ছা তাই মানবো , যা ইচ্ছা তাই করবো অর্থাৎ স্বচ্ছাচারিতা বলে।

আজকে আমরা শবৈ সনাতনীরা এই থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির খ্রিস্টানদের তার অনুসারী যবনদেরও শাস্ত্রসম্মতভাবে জবাব দেওয়া উচিত।।

চলুন এবার দেখো যাক, এই "প্রতীমি" শব্দের দ্বারা এক্ষেত্রে কি অর্থ বলা হয়েছে ?

বিশ্লেষণ পূর্ব : "প্রতীমি" শব্দের অর্থ দুই ধরণের হয়। যথা -

- (১) মূর্তি/ভাস্কর্য/বগ্নিহ,
- (২) তুলনা, পরিমাণ, সমান, সাদৃশ্য।

এবার পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখো যাক উপরোক্ত দুই রকমের অর্থের মধ্যে কোন অর্থটি উপরোক্ত বেদমন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- (১) **প্রতীমি শব্দের অর্থ যদি "মূর্তি" ধরা হয়.** তবে তার অর্থ এমন হবে - 'তার মূর্তি নেই, যার নামে মহৎ যশ'

\*\*\*. বিবেচনা করে দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, এই অর্থ উপরোক্ত মন্ত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসঙ্গতপূর্ণ। মূর্তিকল্পনা করাই যদি যশস্বী ব্যক্তির যশের ক্ষতি করতে তাহলে পুরাতন মহাত্মাগণ, রাজা, মহারাজা, পণ্ডিত ব্যক্তিদের মূর্তি তৈরি হত না। সংসারে যারা যশস্বী ব্যক্তিই মূর্তি তৈরি করে স্থাপতি হয়,, কোনো হীন ব্যক্তি নয়।

- (২) **প্রতীমি শব্দের অর্থ যদি "তুলনা বা উপমা" হয়.** তবে তার অর্থ এমন হবে - তার কোনো তুলনা বা উপমা নেই , যার নামে মহৎ যশ ।

“আপনার তুল্য আর কটে নই” - এই কথাটি এই কথাটি একজন যশস্বী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়. ?

প্রতীমা শব্দে মধ্য থাকা ‘মা’ ধাতুর প্রয়োগ মাপ করা অর্থই প্রযোজ্য হয়. সাধারণত।

এখন উক্ত মন্ত্রের মহীধর ভাষ্য দেখা যাক

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদযশঃ ।

হরিণ্যগর্ভ ইত্যেষে মা মা হিংসীদতিযেষে যস্মান্ন জাত ইত্যেষেঃ ॥(শুক্ল-যজুর্বদে ৩২।৩)

\*\*\*.মহীধরভাষ্য : “তস্য” পুরুষস্য “প্রতীমা” প্রতীমানমুপমানং ক্ৰিচ্চদ্বিস্তু নাস্তি”

অর্থাৎ মহীধর আচার্য এখানে বলছেন যে - সেই পুরুষের প্রতীমা বলতে - প্রতীমান উপমান হবো এমনটাই বুঝিয়েছেন, বর্ণিত বা মূর্তি বোঝাননি।

● পণ্ডিত শ্রীজ্বালাপ্রসাদ মিশ্র ভাষ্য : (তস্য) সেই পুরুষের (প্রতীমা) প্রতীমান উপমান সদৃশ উপমা দেওয়ার যোগ্য কোনো বস্তু (ন, অস্তি) নাই ; (যস্য) যার (নাম) নাম প্রসিদ্ধ (মহৎ) বড়. (যশঃ) যশ আছে অর্থাৎ সর্বাধিক তাঁর যশ। এই বদে “হরিণ্যগর্ভ ইত্যেষে” [২৫।১০-১৩] “মা মা হিংসীদতিযেষে” [১২।১০২] এবং “যস্মান্ন জাত ইত্যেষে” [৮।৩৬,৩৭] ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তাঁকেই বর্ণনা করা হয়েছে।

পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ জী আরও বলছেন □

“আধুনিক অল্পজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এই মন্ত্রের মধ্য থাকা প্রতীমা অর্থ কে মূর্তি ধরে নিয়ে বলে যে, ঈশ্বরের কোন মূর্তি নই আর মূর্তিপূজা উচিত নয়।”

অতএব,

এই যজুর্বদীয়. মন্ত্রের সঠিক অর্থ হল -

সেই পরমাত্মার কোনো প্রতীমান( তার সমান, তার তুলনায়. ) আর কটে নই। তার সমান কটে নই, তিনি অদ্বিতীয়. - ন তস্য প্রতিমা অস্তি।

"প্রতীমা" শব্দে অর্থ বর্তমানে "মূর্তি" মনে করা হয়. কিন্তু প্রাচীন বদে যুগে এবং কালে এর অর্থ ছিল "প্রতীমান"(বরাবর/সমান)। বদে সঠিক অর্থ বিশ্লেষণে দাবী করা কিছু ব্যক্তি, যারা মূর্তিপূজা বিরোধী, এই শব্দে(প্রতীমা) আধুনিক অর্থ দিয়ে বলা শুরু করেছে যে পরমাত্মার কোনো মূর্তি নই। অনেকে অসনাতনীরা □এটাই দুষ্প্রচার করে এসেছে।

হিন্দিতে প্রশংসা করার জন্য একটি শব্দ আছে - "অপ্রতীম" তার অর্থ হল "অদ্বিতীয়." ।

বাক্যের সময়. আমরা এভাবে ব্যবহার করি তখন - অমুক ব্যক্তি " অপ্রতীম " সে " অপ্রতীম " গুণ ও কলাদ্বারা যুক্ত।এভাবে অপ্রতীম শব্দে বর্ণিত "প্রতীম" হয়. তার অর্থ সমান। এই অর্থই "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" তে "প্রতীমা" এর অর্থ বরাবর বা

সমান-ই হয়।

এবার দেখুন.....

অসনাতনীরা বাল্মীকিরামায়ণ নথিতে খুব আহলাদ দেখায়, যদিও তারা সেই রামায়ণেরও বহু অংশকে প্রকৃষ্পিত বলে চালায়, যখনই তাদের বুদ্ধি কাজ করে না বা তাদের মতের সাথে অমলি হয়, তখনই সেই অংশটিকে তারা প্রকৃষ্পিত বলে পঠি বাঁচায়।

সেই

বাল্মীকিরামায়ণে -এও অপ্ৰতমি শব্দরে প্রতমি- এর অর্থ সাদৃশ্য নথিতে বলা হয়েছে -

"কীর্তি চাহপ্রতমিং লোকে প্রাপস্বসে পুরুষষর্ভ "( বা, কা, - ৩৮/৭)

সরলার্থ - তুমি এই লোকে অনুপম কীর্তি প্রাপ্ত করবে। (এখানে অপ্ৰতমি = অনুপম/অতুলনীয়, অর্থে সুস্পষ্ট।)

"রূপণো প্রতমিভুবী " (বা, ক, - ৩২/১৪)

সরলার্থ - এই ভূ-তলে তার রূপ-সৌন্দর্যের কোনো তুলনা ছিল না। সাদৃশ্য অর্থে প্রতমি শব্দ -

"সা সুশীলা বপুঃশ্লাধ্যা রূপণোপ্রতমিভুবী" (বাল্মীকিরামায়ণ/অরণ্যকাণ্ড -৩৪/২০ )

সরলার্থ - তার রূপের তুলনা করার মতো দ্বিতীয়, কোনো স্ত্রী ভূ-মণ্ডলে নেই।

সুতরাং, যদি "ন তস্য প্রতমি অস্তি" এর ইতিবাচক বাক্য তৈরিকরা হয়, তাহলে হবে -

" সঃ অপ্ৰতমি অস্তি " অর্থাৎ সেই পরমপতি পরমাত্মা অপ্ৰতমি(অদ্বিতীয়, অপ্ৰতমিন)

সুতরাং, পরমেশ্বরের কোনো প্রতমি বা মূর্তি নেই এই কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

বরং, এই বদে মন্ত্রের ক্ষেত্রে পরমেশ্বরের সাথে অন্য কোনো কিছু তুলনাই হয় না - এই অর্থই সর্বথা গ্রহণ যোগ্য ।

হে অসনাতনীরা ! আপনাদের কথা অনুযায়ী যদি কিছুক্ষণের জন্য ধরতে নেয়া হয়, যে, ঈশ্বরের কোনো প্রতমি নেই, তাতেও এটা কথোপকথন সদ্ধি হয় না যে, প্রতমি পূজা নষিদ্ধ। বরং ঈশ্বরের প্রতমি রয়েছে তা স্বয়ং বদে বলছে, দেখুন 🙏

সহস্রস্য প্রতমি অসি [তথ্যসূত্র □ যজুর্বদে/অধ্যায়. ১৫/মন্ত্র নং ৬৫]

অর্থ □ হে পরমেশ্বর আপনার হাজার রকমের প্রতমি রয়েছে ।

সম্বৎসরস্য প্রতমিং যাং ত্বাং রাত্র্যুপাস্মহে ।

সা ন আয়ুষ্মতীং প্রজাং রায়স্পোষণে সং সৃজ ॥ [তথ্যসূত্র : অথর্ব-বদে/৩/১০/৩]

অর্থ □ হে রাজ্যভিমিনী দেব ঈশ্বর(রাত্রি) ! সম্বৎসর(সমগ্র বৎসর সর্বদা) যার প্রতমি বর্জ্যমান, সেই আপনাকে আমি উপাসনা করে থাকি, আপনি আমাদের সন্তানদের দীর্ঘজীবী করে তাদের গো তথা ধনসম্পন্ন করে তুলুন ।

স এক্ষত প্রজাপতি হমং বাহআত্মনঃ প্রতমিমসৃক্ষযিৎসম্বেৎসরমতিতিস্মাদাহুঃ  
প্রজাপতিঃসম্বেৎসর ইত্যাৎমনোতংহযতেং প্রতমিমসৃজত যদবেচতুরক্ষরঃ  
সম্বেৎসরশ্চতুরক্ষরঃ প্রজাপতি স্তোনো হবৈস্যেষে প্রতমি । [ শতপথ  
ব্রাহ্মণ/১১/১/৬/১৩]

অতএব, ঈশ্বর নজিরে প্রতমি সম্বেৎসর নামকে উৎপন্ন করছেন, এই কারণে বলা হয়েছে  
ঈশ্বর হলেন সম্বেৎসর, দেখুন সম্বেৎসর-এ চারটি অক্ষর আর প্রজাপতি-তেও চার অক্ষর  
রয়েছে, এই কারণে সম্বেৎসর হল ঈশ্বরের প্রতমি, এটিই শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ হয়েছে  
।

অসনাতনীরা এটা দেখে প্রশ্ন করবে,

প্রথম ক্ষেত্রে আপনি প্রতমি শব্দে অর্থ করলেন তুলনা আবার দ্বিতীয় ধাপেই আপনি  
প্রতমি শব্দে অর্থ প্রতমিই রাখলেন কেন?

উত্তর □ আমাদের সনাতনীদেবের অনুসারে বদে স্থান কাল পাত্র ভদে রুদ্র শব্দে অর্থ  
পরমেশ্বর রুদ্র হয়। আবার রুদ্রগণও হয়। আবার আপনাদের থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটি  
নামক মল্চেছ খ্রিস্টানদের দালাল অসনাতনীরা ইন্দ্র বলতে কখনো নরিকার ঈশ্বর  
বুঝিয়েছেন আবার কখনো জীবাত্মা।

অসনাতনীরা আপনারা প্রতমি শব্দে অর্থ কোনভাবেই "তুলনা/উপমা" বলে স্বীকার  
করতে নারাজ। দয়ানন্দ সরস্বতীই যজুর্বেদে অধ্যায়. ১৫/মন্ত্র নং ৬৫ -এর ভাষ্যে  
প্রতমি শব্দে অর্থ (তুল্য) তুলনা লিখেছেন, তাহলে আমাদের সনাতনীদেবের কাছে স্থান  
কাল ভদে প্রতমি শব্দে অর্থ তুলনা আবার প্রতমি কেন হবে না ?মহর্ষি দয়ানন্দ  
সরস্বতীও একই কাজ করছিলেন, তিনিও এক এক স্থানে প্রতমি শব্দে অর্থ কোথাও  
প্রতমিই রখেছেন অন্য স্থানে প্রতমি শব্দে অর্থ তুলনা বলেছেন ।

বদে শাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রতমি নই বলে দাবী করলে বদেবের অন্য মন্ত্রের সাথে তার  
বিরোধ ঘটে। আমরা জানি যে, বদে শাস্ত্রে কখনোই পরস্পর স্ববিরোধী মন্ত্রব্য থাকতে  
পারেনা, তাই যেহেতু বদে ঈশ্বরের প্রতমির উল্লেখ রয়েছে, তাই যজুর্বেদে উক্ত ৩২  
অধ্যায়ে ৩নং মন্ত্রের প্রতমি শব্দটির অর্থ কখনোই প্রতমি হিসেবেই গণ্য হবে না  
বরং উপমা অর্থ হিসেবেই তা গণ্য হবে । ফলে বদেবের মধ্যে স্ববিরোধী কথারও কোনো  
আশঙ্কা থাকে না।

এবার আমরা তাদের বাকি জবাব গুলো দেবো,

❌ অসনাতনীর আক্ষেপে 1 : যারা বলে পরমাত্মার উপমা নই তারাই বরং ভুল বলে। কারণ  
পুরুষসূক্তসহ বদেবের অসংখ্যস্থলে পরমাত্মার মহিমাকে বিভিন্ন উপমার সাহায্যে প্রকাশ  
করা হয়েছে।

🔥 খণ্ডন : পরমাত্মার কোনো উপমা নই বলায় অর্থটাই আপনাদের মূঢ় মস্তিষ্কে  
ঢোকেনি, বদেব বিভিন্ন জায়গায় পরমেশ্বরের মহিমাকে উপমার সাহায্যে বর্ণনা করা  
হয়েছে ঠিকিই কিন্তু পরমেশ্বরকে সেই উপমায্য ব্যবহৃত কোনো বস্তুর সাথে সমান যশস্বী  
বলা হয়নি বরং মহান উপমা বস্তুর দ্বারা সেই বস্তুর মাধ্যমে উদাহরণ হিসেবে

পরমেশ্বরের মহানতার প্রকাশ করা হয়েছে মাত্র।

যমেন - যদি বলা হয়, পরমেশ্বর হল সূর্যের আলোকের ন্যায়, জ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ এখানে সূর্যে আলো যমেন অন্ধকার বদ্বিরতি করে তমেনভাবেই পরমেশ্বর আমাদের জ্ঞান প্রদান করে আমাদের অবদ্বিষা দূর করেন, এখানে কোথাও পরমেশ্বরের সমান সূর্য বলা হয়নি, বরং সূর্য যমেন প্রকাশ করছে আলো সেই পদ্ধতিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করে পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রকাশের কথা বলা হয়েছে।

যারা পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান মতবাদী থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির অসনাতনীরা তো মুচ. মস্তষ্কিরে হবই।

❌ অসনাতনীর আক্ষেপে 2 : যজুর্বেদে ৪০/৮ বলছে ঈশ্বর অকায়ম(সর্বপ্রকার শরীররহিত) -

🔥 খণ্ডন : আজকাল আচার্য শঙ্করকেও অমান্য করা শুরু করলেন বুঝি ?

তা আপনারা তো এটাও জানেন যে আদি শঙ্করাচার্য সাকার ও নরিকার উভয় ই মান্য করতেন।

তাহলে তার ভাষ্য থেকে শুধু নরিকারবাদটা তুলে ধরলেন, সাকারবাদটা কোথায় গলে ?

আমাদের শব্দদের কাছে পরমেশ্বর শবিরে নরিকার সত্ত্বাকৈ নরিন্দশে করতৈ পরমশবি বলা হয়, সুতরাং আমরা নরিকার অশরীরী পরমাত্মাকে অস্বীকার করনি, কনিতু তিনি যে দব্বিশরীর ধারণপূর্বক নরিকার থেকে সাকাররূপে জটা ধারণ করেন, ধনুক ধারণ করেন, গরিপিব্রতে অবস্থান করেন - এটাও তো আমরা স্বীকার করি।

আপনারা তো শ্রীমদ্ভগবদগীতা নিয়ে লাফালাফি করেন,

ভগবদগীতা তে বলছে 🙏

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় হি সাধুনাং বনিশয় চ দুষ্কৃতাম।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (ভগবদগীতা/৪/৭-৮)

অর্থ : হৈ ভারত (অর্জুন), যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি(পরমাত্মা) সেই সময়ে দেহ ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হই।

সুতরাং, এখানে পরিস্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে পরমাত্মা দেহ ধারণ করতই পারেন, করও থাকেন। এখন অসনাতনীরা প্যাচাল পাড়বে আর বলবে এখানে কৃষ্ণ আমি নিজেকে সৃজন করি বলতে জীবাত্মাকে বুঝিয়েছেন, অথচ, এই ধূর্তরাই স্বীকার করছে যে, ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ "আমি" বলতে পরমাত্মাকে বুঝিয়েছেন। কনিতু পরমাত্মা অবতীর্ণ হয়ে শরীর ধারণ করেন এই শ্লোকটাতৈ "আমি" শব্দরৈ অর্থকে জীবাত্মা বলে চালিয়ে দিয়েছে অসনাতনীরা ।

পরমাত্মা শরীর ধারণ করনে সটেছি এখানে প্রমাণতি। হে অসনাতনীরা একচোখা তাই আপনাদরে বুদ্ধিও একচোখা ।

❌ অসনাতনীর আক্ষেপে 3 : এবার তাহলে প্রশ্ন রইল, যার কোনও শরীরই নহে তাঁর মূর্তি বা প্রতীমি আপনারা কভাবে তৈরি করবেন ?

শ্বতোশ্বতর উপনষিদও বলছে, “তাঁর কোনও প্রতরূপ বা প্রতীমি নহে”(৪/১৯) এবং “সনাতনের কোন রূপ নহে যা চক্ষুর গোচর হয়, দৃষ্টির দ্বারাও তাঁকে কেও দেখে না”(৪/২০)

ঈশ্বর সাকার রূপ ধারণ করলে তিনি আর সর্ব ব্যাপী থাকতে পারেন না তাই ঈশ্বর সাকার রূপ ধারণ করেন না, ঈশ্বর সাকার নন, এর কোনও প্রমাণ নহে। এমনকি

শ্বতোশ্বতর উপনষিদ ৬/৯ বলছে সেই ঈশ্বরের কোনও লঙ্ঘিৎ অর্থাৎ চহ্নবশিষেও নহে

🔥 খণ্ডন : যার কোনও শরীর নহে তার শরীর কে তৈরি করেছে ?

আমরা তো পূজার জন্য প্রতীমি গড়ে পূজা করি মাত্র, যার বধিান পুরাণ শাস্ত্রই রয়ছে, মহাভারতও অর্জুন পরমেশ্বর শবিরে মাটির শবিলঙ্ঘিৎ গড়ে পূজা করছে। আপনারা এখন সটোক কভাবে এডিয়ে যাবেন ? প্রকৃষ্পিত বলে ? ওটাই তো আপনাদের মুখস্ত বুলি....

তাছাড়া পরমেশ্বর দ্বিষশরীর ধারণ করেন, সেই সাকার অব্যবই কল্পনা করে দেবপ্রতীমি গড়ে তার পূজা হয়। মাটি জল আকাশ বায়ু অগ্নি সবতেই পরমেশ্বর অবস্থতি(শ্ববে.উ/৪|২), আরও দেখুন 👉

তদবোগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ ।

তদবে শূক্রং তদ্ ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ ॥ [ যজুর্বদে/৩২/১]

অর্থ □ সেই ঈশ্বরই অগ্নি, তিনি আদিত্য রূপ, বায়ু, চন্দ্র সংসারের বীজ, প্রসদিধ জল, প্রজাপতি আদরূপ সেই ব্রহ্মেরই ।

এগুলো তো আমরা তৈরি করিনি। এগুলো তো পরমেশ্বর সৃষ্টি, যদিও আপনারা আবার ত্রৈতবাদ নামক কাল্পনিক দর্শনে বিশ্বাসী। দেখে নিন সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি পরমেশ্বর থেকেই হয়ছে, প্রকৃতি অনাদিনিয়।

যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা(শ্ববে.উ/৪৪),

বিশ্বস্য স্রষ্টারমনকেরূপম(শ্ববে.উ/৪|১৪),

রূপং রূপং প্রতরূপো বভুবা অমত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভুঃ।”

অর্থাৎ তিনি প্রতি বস্তুর রূপ ধারণ করিয়াছেন। এই আত্মাই ব্রহ্ম। তিনি সর্ব্বগত।(বৃহদারণ্যক,উ ২|৫|১৯)

সুতরাং, কনে উপনষিদে বলা ১/৬ নং শ্লোকের ভাবার্থ বৃহদারণ্যক উপনষিদ অনুসারে হল

এই - স্বতন্ত্রভাবে জড়বস্তুই ঈশ্বর নয়. বরং জড়. বস্তুর রূপ ঈশ্বর ধারণ করছেন তাই সেই জড়রূপ ধারণকারী জড়বস্তুর মধ্যে থাকা জড়বস্তুর কারণরূপ অদ্বিতীয়. পরমেশ্বর কই উপাসনা করা হয়.। জড়বস্তুই স্বয়ং ব্রহ্ম একথা কোনও সনাতনীই বিশ্বাস করে না, তাই এই বোকা বোকা আরোপ করা বন্ধ করুন একচোখাগণ

অজ্ঞ অসনাতনীরা দাবি করছে যে, ঈশ্বর সাকার হলে নাকি তার সর্ব ব্যাপকত্ব খণ্ডন হয়ে যায়.। আরে মূর্খ সমাজীরা একটু ভবে দেখুন অগ্নি সর্বব্যাপী হয়ওে একই সময়ে কোনও স্থানে দৃশ্যমান হয়. জ্বলছে আবার কোনও স্থানে তা সুপ্ত অবস্থায়. অদৃশ্য ভাবে নহিতি রয়ছে, তার মানে কি অগ্নি সর্বব্যাপী নয়. ?

কাঠের মধ্যে অগ্নি অন্তর্নহিতি রয়ছে যতক্ষণ না তা আরকেট কাঠের সাথে ঘর্ষণ করা না হয়. ততক্ষণ পর্যন্ত অগ্নি দৃশ্যমান হয়. না, যখনই ঘর্ষণ করা হয়. তখনই অগ্নি দৃশ্যমান হয়., কিন্তু যখন ঘর্ষণ করা হয়.নি তখনও সেই কাঠের মধ্যে অগ্নি অন্তর্নহিতি ছিল, অর্থাৎ অগ্নি যদি কোনও স্থানে দৃশ্যমান হয়.ওে অন্য স্থানে অদৃশ্য হয়.সে সর্বত্র বিরাজমান থাকতে পারে তবে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হয়.সে সাকার কনে হতে পারবে না ?

সর্বব্যাপী হয়.ওে পরমেশ্বর যক্ষরূপে দ্বিষ দহে ধারণ করে সাকার হন , তা কনে উপনষিদেই শব্দপ্রমাণ সহ বলা হয়ছে , দেখুন 🙏

**তদ্বৈশ্যং বজ্রজ্ঞেই তভ্যে হ প্রাদুর্ভব তন্ম ব্যজানত কমিদিং যক্ষমতি ॥**

(তথ্যসূত্র : কনে উপনষিদ/অধ্যায়. ৩/২নং শ্লোক)

সরলার্থ: দেবতাদের মথিষা অভ্যমানের কথা জনে তাঁদেরই কল্যাণার্থে তাঁদের সামনে স্বয়ং ব্রহ্ম আবর্জিত হয়.ছিলে. কিন্তু সেই যক্ষরূপী দ্বিষমূর্তি ব্রহ্মকে দেবতার চনিত পেরলনে না।।

এরপর ইন্দ্র যক্ষকে দেখে তার কাছে যেতেই পরমেশ্বর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন আকাশ মার্গ থেকে মাতা পার্বতী নমে এলেন।

আকাশ থেকে প্রকটি হওয়া অলঙ্কারপরহিতি উমা অর্থাৎ পার্বতী মাতার কাছে যখন দেবতার জানতে চাইলেন যে - কমিতেদ যক্ষমতি (কনে উপনষিদ/৩।১১)

অর্থাৎ ঐ যক্ষস্বরূপ ধারণকারী কে ?

তখন মাতা পার্বতী দবী বললেন,

সা ব্রহ্মতে হিবোচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বজ্রযে মহীযধ্বমতি ততো হৈব বদিঞ্চকার ব্রহ্মতে ॥

(কনে উপনষিদ/৪।১)

সরলার্থ: তিনি (উমা হমৈবতী) বললেন, 'উনি ব্রহ্ম। যে বজ্রের জন্য তোমরা এত উল্লসতি হয়.ছিলে, তা আসলে ব্রহ্মের জয়।' তখন ইন্দ্র জানতে পেরলেন যে, ওই যক্ষমূর্তি আসলে ব্রহ্ম অর্থাৎ শবি।

কি অসনাতনীগণ ! কি যবনরো ! এবার বলুন, ব্রহ্ম যদি রূপ নাই ধারণ করতো তাহলে

ইন্দ্র সেই ব্রহ্মকে কভাবে দেখলো ?

পরমব্রহ্ম নিজিহে নিজিরে ইচ্ছায়, রূপ ধারণ করেন আবার নিজিরে ইচ্ছায়, পরমেশ্বর অদৃশ্য হন তা 'কনে উপনষিদ' পরষিকার করে বলে দিচ্ছে।

প্রয়োজনে পরমব্রহ্ম নিজিহে নিজিরে ইচ্ছায়, রূপ ধারণ করে প্রাদুর্ভাব ঘটয়ি সাকার হন । সেই পরমব্রহ্ম সম্পর্কে মা উমা অর্থাৎ পার্বতী দেবী ইন্দ্র তথা দেবতাদের বলছেন যে ইনি অর্থাৎ শবি হল ব্রহ্ম ।

ততৈতরীয়, আরণ্যকে পরমেশ্বর শবিরে সাকার দর্শিত্বের বর্ণনা করে বলা হয়েছে 📌

নমো হরিণ্যবাহবে হরিণ্যবর্ণায়

হরিণ্যরূপায় হরিণ্যপতয়ে অম্বকিপতয়

উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ ॥ ( ততৈতরীয় আরণ্যক, ১০ম প্রপাঠক, ২২ অনুবাক )

অর্থ [] যার হরিণ্যবর্ণের অর্থাৎ সোনার মতো উজ্জ্বল বর্ণের আভ্যুক্ত বাহু রয়েছে, যার দর্শিত্বের বর্ণ সোনার মতো উজ্জ্বল, যিনি সোনার মতো উজ্জ্বল রূপধারী, যিনি অম্বকি অর্থাৎ শবিরে স্বামী, যিনি উমা অর্থাৎ পার্বতী দেবীর পতি সেই পশুপতি পরমেশ্বর শবিরে প্রতি নিমস্কার ।

তাই আর্যসমাজীদের কট্টর নরিকার বাদ এখানও টকিলো না। তাই বদে সাকার ব্রহ্মের প্রমাণ রয়েছে এটি নিঃসন্দেহে বোঝা যায়।

আরো প্রমাণ লাগবে ? চলুন, আপনারা যাহেতু শ্বতোশ্বতর উপনষিদ টেনেছেন সেহেতু সেখান থেকে আপনাদের একটু সাকার ব্রহ্মের পরিচয়, করাই।

আর্যনামাজীগণ শ্বতোশ্বতর উপনষিদে ৪নং অধ্যায়ের ১৯ আর ২০নং শ্লোক তুলে দলিলে কনিতু তার অর্থ কবি বোধগম্য করতে পেরেছেন আদটো ?

১৯নং শ্লোকের **ন তস্য প্রতমি** শব্দের বিশ্লেষণ উপরই হয়েছে, তাই ২০নং শ্লোকের ব্যাখ্যা জনে নি 📌

**ন সংদৃশে তিষ্ঠতিরূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতকিচ্চননৈম্। হৃদা হৃদস্থং মনসা য এনমবেং বদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥২০**

সরলার্থ : ইন্দ্রযি, দ্বারা সাধারণভাবে তার রূপ দেখা যায় না, সাধারণ চক্ষুর দ্বারা তিনি দৃষ্টিগোচর নন, তাকে যোগ দ্বারা হৃদয়ে হৃদয়স্থিতি করলে সেই বিশুদ্ধ মনের দ্বারা তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, এরফলে অমরত্ব লাভ হয় ।

দেখুন অবোধগণ, এখানে পরষিকারভাবেই বলা হয়েছে সাধারণ দৃষ্টিতে সেই পরমেশ্বরের ঐশ্বরীয় রূপ দেখা যায় না, শুদ্ধতা এলে তবেই তাকে দর্শন বা উপলব্ধি করা সম্ভব।

শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে ১১নং অধ্যায়ের ৮নং শ্লোকই বলা হয়েছে অর্জুন সাধারণ দৃষ্টিতে পরমেশ্বরের রূপ দেখতে সমর্থ হননি, তিনি দর্শিত্ব লাভের পরই সেই দর্শিত্ব দর্শন



করতে সক্ষম হয়েছিলেন,

আর সেই দ্বিবিচক্ষু পাবার পরেই অর্জুন ব্রহ্মের প্রকাশিত সকল সাকার দেবতাদের দর্শন করেছিলেন, প্রমাণ দেখুন 🙏

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবোংস্তব দেবে দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবশিষেষসঙ্ঘন।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ- মূখীংষ্ট সর্বানুরগাংষ্ট দ্বিযান্ ॥১৫ [ ভগবদ্গীতা/১১নং অধ্যায়.]

অর্থ □ অর্জুন বললেন, হে পরম দেবে ! আপনার দেহে আমি সমস্ত দেবতা ও বহু ভূত সমগ্র, পদ্মাসনে অবস্থিত ব্রহ্মা ও ঈশান(রুদ্রদেবে) সহ সমস্ত ঋষি এবং দ্বিবি সর্পদের দেখতে পাচ্ছি।

অসনাতনীরা তো আজকাল ভগবদ্গীতা নিয়ে দনিরাত প্রচার করতে শুরু করেছে নিজদের প্রচার প্রসারের জন্য, কিন্তু সেই ভগবদ্গীতার মধ্যও পরিত্যক্ত করে উল্লেখ করেছে যে, ব্রহ্মা বা রুদ্র/ঈশান নরিকার ঈশ্বরের গুণবাচক নাম নয়, বরং তারা ব্রহ্মের সাকার ব্যক্তিবিশিষ্ট হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে তাই শ্লোকের মধ্যই সেই ‘ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ’ অর্থাৎ ব্রহ্মা কমল আসনে বসে আছেন ও ভগবান ঈশানকেও বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে বলে ভগবদ্গীতার মধ্যই স্বীকৃতি দিয়েছে, তাই অর্জুন সটেকে ‘পশ্যামি’ অর্থাৎ দেখতেও পাচ্ছেন বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

সুতরাং ভগবদ্গীতা ও উপনিষদের আগাগোড়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনাদের এই গুটি কয়েক উপনিষদের শ্লোক নিয়ে অর্ধসত্য প্রচার করাও ধরা পড়ে গেল।

শ্বতশ্চত্বতর উপনিষদের মধ্যই ৪নং অধ্যায়ের ২১নং শ্লোকে পরমেশ্বর শিবের মুখের উল্লেখ পর্যন্ত রয়েছে -

অজাত ইত্যবেং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে।

রুদ্র যত্নে দক্ষিণং মুখং তনে মাং পাহ্নি নতিষম্ ॥২১

🔥 সরলার্থ: হে রুদ্র, তুমি জন্মরহিত। তাইতো মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষ তোমার শরণ নেয়। তোমার দক্ষিণ(কল্যাণময়) মুখ আমার দিকে ফেরাও এবং সর্বদা আমাকে রক্ষা কর।

দেখুন, অসনাতনীরা অগ্নিবিড়িখোরেরো - আপনারা যজুর্বেদের রুদ্রসূক্ততে থাকা পরমেশ্বর রুদ্রকে একজন পর্বতবাসী রাজা হিসেবে দেখানোর অপপ্রয়াস করেছিলেন, অথচ শ্বতশ্চত্বতর উপনিষদেই সেই রুদ্রকে অজন্মা বলা হয়েছে, ব্রহ্ম ছাড়া আর কে অজন্মা ?

আর তারই সাথে এখানে পরমেশ্বরের যে মুখ রয়েছে, তার যে দ্বিবি দেহ রয়েছে তা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। সেই সাকার পরমেশ্বর সর্বব্যাপী হয়েও গরিপর্বত কলোসে অবস্থান করেন, তার প্রমাণ স্বয়ং বদে দৃষ্টিতে, দেখে নিন 🙏 সেই পরমেশ্বর রুদ্র গরিপর্বতে অবস্থান করেন (শ্ববে.উ/৩/৫/৬)

প্রযতঃ প্রণবো নতিং পরমং পুরুষোত্তমম্ ।

ওঙ্কারং পরমাত্মনং তন্মমেনঃ শবিসংকল্পমস্তু ॥২০

যো বৈ বদোদধি গায়ত্রী সর্বব্যাপীমহেশ্বরঃ ।

তদ্বন্ধিতং তথাবশৈং তন্মমেনঃ শবিসংকল্পমস্তু ॥২১

কলৈসশখিরে রম্যে শংকরস্য শুভে গৃহে ।

দেবোত্তর মদন্তি তন্মমেনঃ শবিসংকল্পমস্তু ॥২৪

[তথ্যসূত্র - ঋগ্বেদে সংহতি / খলিনা / ৪ নং অধ্যায়. / ১১ নং খলি এবং শবিসংকল্প উপনিষদ]

এখন বদেের মধ্যে সাকার পরমেশ্বর শবিরে প্রমাণ দেখে বদেের খলি সূক্তকে নশ্চিই প্রকৃষিত বলে পঠি বাঁচাতে মরযিা হয়.ে উঠবে অসনাতনী গণ

শ্বতোশ্বতর উপনিষদে ৬/৯ শ্লোকে লঙ্গি বলতে স্থান কাল পাত্র ভদে - পুরুষ ও নারীর কথা ইঙ্গতি করা হয়েছে, অর্থাৎ পরমেশ্বরেরে নরিকার সত্ত্বা কোনো লঙ্গিসম্প্রকৃতি নন, অর্থাৎ তিনি পুংলঙ্গি স্ত্রীলঙ্গি ক্লীললঙ্গি নন।

পরমেশ্বরেরে অবশ্যই প্রতকি চহিন হয়., আর সটেরি প্রমাণ হসিবে,

পরমেশ্বরেরে শবিলঙ্গিরে উল্লেখ বদেের আরণ্যকভাগে রয়েছে। এমনকি সখোন লঙ্গি রূপী পরমেশ্বরেরে প্রতমিকে স্থাপন করবার জন্য নর্দশে দযো রয়েছে দেখে ননি 🙏

শবায় নমঃ | শবিলঙ্গায় নমঃ |

জ্বলায় নমঃ | জ্বললঙ্গায় নমঃ |

আত্মায় নমঃ | আত্মলঙ্গায় নমঃ |

পরমায় নমঃ | পরমলঙ্গায় নমঃ |

এতৎসোমস্য সূর্যস্য সর্বলঙ্গিং স্থাপয়তি পাণমিন্ত্রং পবত্ৰিম্ । [কৃষ্ণ যজুর্বেদ/তৈত্তিরীয় আরণ্যক/

১০ম প্রপাঠক/১৬ নং অনুবাক/২নং সূক্ত]

অসনাতনীরা তার সত্যার্থ প্রকাশেরে প্রথম সমুল্লাসে সমস্ত দেবতার নামকে এক পরমেশ্বরেরে গুণবাচক নাম হসিবে দেখোতে গযি.ে শবৈদেের মান্য কবৈল্য উপনিষদে শ্লোক টনে নেজিরে মত প্রতষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন।

সহে কবৈল্য উপনিষদে ৭নং শ্লোক থেকে পরমব্রহ্মেরে সাকার হবার পরষ্কার বর্ণনা দেখে ননি 🙏

তমাদমিধ্যান্তবহীনমকেং বভিঃ চদানন্দমরূপমদভুতম্ ।

তথাডিমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রলিচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্ ।

ধ্যাত্বা মুনরিগচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষ্যং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৭॥

অর্থ □ এইভাবে যিনি অচিন্ত্য, অব্যক্ত তথা অনন্তরূপে যুক্ত, কল্যাণকারী, শান্ত-চিত্ত, অমৃত, যিনি নিখিলি ব্রহ্মান্ডের মূল কারণ, যার আদি, মধ্য এবং অন্ত নাই, যিনি অনুপম, বভ্রু(বরিট্) এবং চাদিনন্দ স্বরূপ, অরূপ এবং অদ্ভুত, এভাবে সেই উমা সহিত পরমেশ্বরকে, সম্পূর্ণ চর-অচরের পালনকর্তাকে, শান্তস্বরূপ, ত্রিনিত্রের স্বরূপ, নীলকণ্ঠকে যিনি সমস্ত ভূত সমূহ তথা প্রাণীদের মূল কারণ, সবকছির সাক্ষী এবং অবদ্বিষা রহিত প্রকাশিত হচ্চে, এভাবে সেই(প্রকাশপুঞ্জ পরমাত্মা) কে যোগীজন ধ্যানের মাধ্যমে গ্রহণ করেন ॥৭

কবৈল্য উপনষিদরে শ্লোক থেকে পরষিকার ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে পরমেশ্বর শবিরে সাথে উমা অর্থাৎ মাতা পার্বতী রযেছেন, শবিরে ত্রিনিত্রের, কণ্ঠ নীল বর্ণের।

কি অসনাতনী ম্লেচ্ছ রা.... এবার বুঝলেন তো যে বদে অনুযায়ী পরমেশ্বর সাকার হন কিনা ? তার প্রতিমা আছে কিনা ?

সেই প্রতিমা স্থাপন করার মন্ত্র আছে কিনা ?

পবিত্র বদে পরমেশ্বরের প্রতিমার উল্লেখ রয়েছে, পরমেশ্বর সাকার ও নরাকার উভয়ই। প্রতিমারূপী শবিলিঙ্গ স্থাপনার মন্ত্র বদে আরণ্যক অংশে রয়েছে।

তাই বদে সাকার ব্রহ্মের প্রমাণ নাই বলাও ভুল, পরমেশ্বর সাকার হতে পারেন না এটাও ভুল কথা, বদে প্রতিমা পূজার জন্য প্রতিমা স্থাপনের মন্ত্র নাই বলাও সম্পূর্ণ ভুল ও অজ্ঞতাপূর্ণ দাবিমাত্র অসনাতনীদে। অসনাতনীর বোকা বোকা যুক্তিগুলো নিয়ে খুব লাফালাফি করে, তাদের যুক্তিও খণ্ডিত হয়ে গেলে একত্রে।